শ্রীবিষ্ণুর দাস"— এই অভিমানে ভক্তি অনুষ্ঠান করার নাম দাস্যভক্তি। সহস্র সহস্র জন্মের সৌভাগ্য ফলে "আমি বাসুদেবের দাস"—এই অভিমান যাহার উদয় হয়, সেই জন সমস্তলোক উদ্ধার করে। ভজন করিবার যত্নের কথা দূরে থাক, "আমি ভগবানের দাস"—কেবলমাত্র এই অভিমানেই সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ হয়; এই অভিপ্রায়েই অন্য অঙ্গভক্তি উল্লেখ্যের পর দাস্য অঙ্গভক্তির কথা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব উল্লিখিত "জন্মান্তর"— এই প্রমাণ উল্লেখের পর "কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ" অর্থাৎ "আমি বাসুদেবের দাস"—এই অভিমানেই মানব সকল জীবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়; আর যে সকল পুরুষ ভগবৎগত প্রাণ, সংযত ইন্দ্রিয়, তাহারা যে সকলকে উদ্ধার করিবে—ইহা বলাই বাহুল্য। এই উক্তিদ্বারাই স্পষ্টই বুঝা যায় যে—"আমি বাসুদেবের দাস"—এই অভিমান করিয়াই যখন অন্যকে কৃতার্থ করা যায়, তখন দাসসমুচিত অনুষ্ঠান করিলে যে সকলকে কৃতার্থ করিতে পারা যায়—ইহাতে আর বক্তব্য কি? ৭।৯।৪৯ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয় যে স্তব করিয়া বলিয়াছেন, তন্মধ্যে "তত্তেঽর্হত্তম" এই শ্লোকের টীকায় নমস্কার, স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, পরিচর্য্যা, চরণস্মৃতি এবং কথাশ্রবণরূপ দাস্য "আমি শ্রীবিষ্ণুর দাস"—এই অভিমানের কার্য্য। অর্থাৎ "আমি দাস"—এই অভিমানে এই সকল ভক্তিঅঙ্গ অনুষ্ঠান করিলেই কৃতার্থ হইতে পারা যায়। ১১।৬।৩১ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের বাক্যেও পাওয়া যায়—"হে ভগবান! তোমার শ্রীমূর্ত্তিতে অর্পিত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত হইয়া, তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া তোমার দাস্যাভিমানী আমরা অনায়াসে মায়াজয় করিতে সমর্থ। সপ্তমস্কন্ধের "নমঃস্তুতি সর্ব্বকর্ম্মার্পণ" ইত্যাদি শ্লোকে এবং একাদশস্কন্ধের "ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ" ইত্যাদি শ্লোকে দাসভাব-উচিত কার্য্যের দ্বারাই দাস্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সাক্ষাৎ দাস্যের উদাহরণ ৯।৪।১৫ শ্লোকেই স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। সেই শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দযুগলে মনটি সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁর সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণের দাস্যেই ছিল, কিন্তু ভোগকামনায় ছিল না। ইহা দ্বারা দাস্য দাসভাব-সমুচিত নিজ-প্রভুর সেবা ভিন্ন অন্য কামনাশূন্যতা দেখান হইয়াছে ॥ ৩০৪ ॥

তদেতদ্দাস্যসম্বন্ধেনৈব সর্ব্বমপি ভজনং মহত্তরং ভবতীত্যাহ যন্নাহশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৩০৫ ॥

যস্য ভগবতো নামশ্রবণমাত্রেণ যথাকথঞ্চিত্তচ্ছ্রবণেন কিং পুনঃ সম্যক্তত্তদ্-ভজনেনেত্যর্থঃ। তহি দাসোঽস্মীত্যাভিমানেন সম্যগেব ভজতাং সর্ব্বত্র সাধনে সাধ্যে